তারিখ ... 09 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...১...

যুগান্তর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকবে সুপরিসর ক্যাম্পাস ও সহপাঠ কার্যক্রম

সাইফুল ইসলাম খান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিন মাথায়, পেটে ও পিঠে বিদ্যা বোঝাই করে বাড়ি ফেরে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতটা না শেখার প্রত্যাশায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয় তার চেয়ে বেশি বরং জিপিএ-৫ তথা সার্টিফিকেট অর্জন করার প্রতিযোগিতায় ফুলে ফেঁপে উঠছে কোচিং বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শোক দিবস ও বিজয় দিবস সম্পর্কে বই মুখস্থ করে শিক্ষার্থীরা। গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো উৎযাপন করা হয় না রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য একাডেমিক ছুটি থাকলেও তা পালন না করে ছুটি উপভোগ করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। আর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসগুলো পালন করতে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন করে তাতে উপস্থিতির হার মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় একেবারেই কম। ফলে মুখস্থ করা জিপিএ-৫ পাওয়া বিদ্যায় অনেকেই গুলিয়ে ফেলে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের ইতিহাস।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগারের অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই বহির্ভূত জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দেয়ালিকা প্রকাশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেয়া হয় না। স্কুল বার্ষিকী প্রকাশ করা হয় না। নিয়মিত দেয়ালিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করলে ছাত্রছাত্রীরা তাতে লেখা জমা দেয়। এতে তাদের নিজস্ব চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে; কিন্তু হাতেগোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়তো এ জাতীয় কর্মসূচি পালন করে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম বা সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকে। আমাদের ব্যস্ত নাগরিক জীবনে পরিবারের সদস্যদের একে অপরকে সময় দেয়ার সুযোগ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমরা মুখস্থ বিদ্যানির্ভর শিক্ষা পাচ্ছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা, একটি ভবনে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা একটি ভবনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় আমরা একটি গণ্ডির মাঝে বন্দি হয়ে পড়ছি। এক সঙ্গে জাতীয় সংগীত গেয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিস্তারিত জানেনা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী। ফলে জঙ্গিদের ব্রেন ওয়াশের শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। সাম্প্রতিক সময়ে অভিযোগ উঠছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জঙ্গি তৈরি হয়। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও এর থেকে মুক্ত নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি **অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক** মনে করেন প্রাইভেট বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে ভাগ না করে বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপরিসর ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা এবং একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করা। শিক্ষা একটি চলন্ত প্রক্রিয়া। আমাদের শিশুদের শিক্ষায় জোর দিতে হবে। আজকের শিশুরা যেন আগামীকাল কোনোভাবেই সন্ত্রাসী বা জঙ্গিদের খপ্পরে না পড়ে সেজন্য পরিবার এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা রাজনীতি সচেতন সুনাগরিক হলে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে বলে মনে করেন তিনি।